প্রাণ

চাচা চৌধুরী
সাইবার ক্রাইম

Diamond Comics
DB - 496
Rs. 15.00
U.S. $ 0.45

POLICE

চাচা চৌধুরী

সাইবার ক্রাইম

যখন ইঁদুর মারা কল আনার কথা বলেছিলাম, তখন তুমি বলেছিলে যে ইঁদুরের জন্য বেড়াল পোষাই ভাল। বলো, তুমি বলেছিলে কি না?

হ্যাঁ, বলেছিলাম।

কিন্তু এই বেড়াল ইঁদুরের কাছেই যায় না।

এটা কি ইঁদুরদের জন্য ভাল নয়?

হা! হা!!

হি! হি!!

এই শহরে...

সলতান! তোমার এই ছেলে অন্যান্য ছেলেদের মত ক্রিকেট বা অন্য খেলায় রুচি রাখে না তো।

দিনরাত শুধু কমপিউটার নিয়েই নাড়াচাড়া করে।

ঝোলা! আমার ছেলে একটা সাধারণ ছেলে নয়। ও একটা জিনিয়াস! এন্টিল জিনিয়াস।

কাকু! আপনি কোটিপতি হবার সহজ উপায় জানতে চান?

এমন কে আছে যে ওটা জানতে চায় না?

তাহলে আপনি সামনে রাখা ঐ কমপিউটারে যান আর সাইবারে 'মিলিয়নার ডট কম' সাইট দেখুন

বা:! আমি কোটিপতি হয়ে পড়ব।

আহা... সাইট এসে গেছে। কোটিপতি হবার উপায় এখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

আউ উ! কম্পিউটার খারাপ হয়ে গেছে।

হো! হো!!

দেখলে আমার খেল? আমি এমন একটা সফ্টওয়ার তৈরী করেছি, যেটার সাহায্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন্যের কম্পিউটারে ভাইরাস পাঠানো যেতে পারে।

গোটা পৃথিবীর লোক তাড়াতাড়ি ধনী হতে চায়। এই লোভে পৃথিবীর কোথাও কেউ যদি আমার সাইট খোলে, তাহলে তার কম্পিউটার খারাপ হয়ে যাবে। লক্ষ-লক্ষ কম্পিউটার আমার জন্য খারাপ হয়ে যাবে। হো! হো!

বাছা, আমার আশা ছিল যে তুমি মানুষকে দুঃখী করার কাজে আমার থেকেও এগিয়ে যাবে। তোমার জন্য আমি গর্বিত।

ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট...

হয়তো এই সাইট থেকে আমি কোটিপতি হয়ে যেতে পারি।

ওহো! কম্পিউটার খারাপ হয়ে গেছে।

এবার প্লেনের আসা-যাওয়ার ব্যাপারটা কিভাবে জানা যাবে?

আমেরিকায়—

হোয়াট হ্যাপেনড্ টু ইট? এটা কাজ করছে না?

জাপানে—

আমার দামী কম্পিউটারে ভাইরাস লেগে গেছে।

পরদিন—

ড্যাডী! গোটা পৃথিবীর রেল স্টেশন, ব্যাংক, টেলিফোন নেটওয়ার্ক, স্টক এক্সচেঞ্জ, এয়ারপোর্ট আর বিজনেস সেন্টার সব আমার দয়ায় টিকে আছে। কারণ ওগুলো হল কম্পিউটারাইজড।

শাবাশ, বাছা! জঙ্গলের আগুনের মতো ওগুলো নষ্ট করে দাও।

ভাইরাসে বিশ্বের কম্পিউটার খারাপ

স্যার! একটা কেস আছে। কেউ ভাইরাস ছড়িয়ে কম্পিউটার খারাপ করে দিচ্ছে। এপর্যন্ত গোটা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ কম্পিউটার খারাপ হয়ে গেছে।

এটা তো ভীষণ গম্ভীর সমস্যা!

CENTRAL
BUREAU OF
INVESTIGATION

কাকে অ্যারেস্ট করব? জানিনা এটা কে করছে?

চাচা চৌধুরীর সাহায্য কেন নিচ্ছেন না?

ঠিক আছে!

চলো!

Boutique

DL 111

চাচা চৌধুরী! আমি সি.বি.আই.-এর ইনস্পেক্টর বিশ্বাস। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রাজীল, ভারত আর অন্যান্য অনেক দেশের কম্পিউটার খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

কেউ মজা করছে। কিন্তু কে সে?

ইনস্পেক্টর! ভেতরে আসুন। আগে আমাদের এটা খুঁজে বের করতে হবে যে ভাইরাসটা আসছে কোথা থেকে অর্থাৎ ওটার উৎস কোথায়।

এটাই তো সবচেয়ে মুস্কিলের ব্যাপার!

চেষ্টা করলে কিছুই অসম্ভব নয়। আপনি আমাকে একদিনের সময় দিন।

ঠিক আছে। কিন্তু একটা কথা এটা মনে রাখবেন যে চোর ধরতে যত দেরী হবে, গোটা বিশ্বে তত বেশী কমপিউটার খারাপ হতে থাকবে।

পরদিন—

চাচা চৌধুরী! কিছু করা গেছে?

চেষ্টা করছি।

আমি ভাইরাসের সাইটটা খুলছি। আমরা এতে সফল হতেও পারি আবার নাও পারি।

আর তারপর.....

উই হ্যাভ ডান ইট!

শহরের এই নকশার যেখানে তারা জ্বলজ্বল করছে ওটাই হল ভাইরাসের উৎস।

কিন্তু এতে আমার এই কমপিউটার ভাইরাসে খারাপ হয়ে গেছে।

কিন্তু এটার পরোয়া না করে আমাদের সেই অপরাধীকে ধরতে হবে। আসুন।

গাড়ীর স্পীড বাড়াও। সামনের ঐ চৌমাথা থেকে ডানদিকে যাবে।

হা! হা!! এপর্যন্ত আমি ১,৩৫,৭২৫ টা কমপিউটার খারাপ করে দিয়েছি। এটা একটা বড় সাফল্য।

এটাই হল সেই ইমারত, যেখান থেকে ভাইরাস ছড়ানো হচ্ছে কম্পিউটার খারাপ করার জন্য।

আর এই হল সেই অপরাধী, যাকে আমরা খুঁজছি।

আউ উ! আমাকে ছেড়ে দাও!

তোমার কেরামতি এবার শেষ হয়ে যাবে।

তোমাকে আমি গ্রেফতার করছি।

কিন্তু চাচাজী, আপনি এটা কিভাবে বুঝতে পারলেন এরই কম্পিউটার এই কাণ্ড করছে?

কাঁটা দিয়ে কাঁটা বের করতে হয়।

আমি এমন একটা সফট্-ওয়ার তৈরী করেছি যে আমার কমপিউটারে 'মিলিয়নার ডট কম' সাইট আসলে শহরের নকশায় এর মৌলিক উৎসের ওপর তারা জ্বলজ্বল করতে থাকে। ওটা এই ছেলেটার কমপিউটারই ছিল।

*চাচা চৌধুরীর ব্রেন কমপিউটারের চেয়েও প্রখর।

এদিকে সলতান!

আমার ছেলের এই শয়তানী খেলাটা পুলিশের সহ্য হয়নি। ওকে খামোকা জেলে পুড়ে দিয়েছে।

এসো! সেন্ট্রাল জেল ভেঙে আমার ছেলেকে মুক্ত করতে হবে।

সিক্যুরিটি ফোর্স সলতানের শক্তিকে জানেনা।

সমস্ত সিক্যুরিটি ফোর্সকে মেরে ফেলব।

সেন্ট্রাল জেলে-

একদিকে সরে যাও। আমি আমার ছেলেকে নিতে এসেছি।

না! আমরা এখানে সিকুরিটির জন্য পাহারায় আছি।

হো! হো!! এবার তোর মাথাটা আমি উড়িয়ে দেব।

ঠাঁয়

হুড়মুড়...!

হুড়ুম!

এত বড় ভারী ব্লক পড়েও ওর কিছুই হল না!?

সলতান! ও হল সাবু! ও জুপিটার থেকে এসেছে।

এ্যাই লিলিপুট! আমার ছেলেকে বাইরে বের করে নিয়ে আয়।

মানুষ তো দূরের কথা, একটা মাছিও বাইরে আসতে পারবে না।

একে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দাও।

গুলি করো! মেরে ফেলো।

র‍্যাট্-র‍্যাট্-টাট্-ট্!

আহ!

মোটেই এগোবে না।

গিরগিটি! দূর হয়ে যা।

এ বড় গরম নিচ্ছে দেখছি। একে ঠাণ্ডা করতে হবে।

র‍্যাট্-র‍্যাট্-টাট্

আহ!

ইস্! বন্দুকে আর গুলি নেই যে!

তোর তড়পানি এবার থেমে যাবে।

ঠাক!

না! তোকে আমি এখনো মেরে ফেলতে পারি

বাস্, অনেক হয়েছে।

উহু হু হু! আহ!

হু-হুবা!

আমাকে নীচে নামাও!
আবু! দাঁড়াও! আমি জেলের দরজা খুলেছি।
যাও এবার।
অলেতান! তুমি তোমার ছেলের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলে। নাও, এবার দেখ।

পাঁচশো টাকার নোট

ধনপত রায়! হঠাৎ কি মনে করে?

চাচা চৌধুরী! এই পাঁচশো টাকার নোটের জন্য আমাকে এখানে আসতে হল।

কেন? চাঁদা দিতে এসেছ?

একটা জোচ্চোর আমাকে এই জাল নোট দিয়ে চলে গেছে। ও আমার দোকান থেকে ৫০০ টাকার কাপড় কিনেছিল।

তখনই অন্য একজন ব্যাপারী আসে—

সেই লোকটা আমাকেও ধোঁকা দিয়ে গেছে। ও আমার হোটেলে খাবার খেয়ে এই পাঁচশো টাকার নকল নোট আমার হাতে দিয়ে গেছে।

আমি ভেতরে গিয়ে দেখছি। তুমি সংসারের খরচের জন্য যে টাকা আমাকে দিয়েছ, তাতে কোন জাল নোট তো নেই?

এটা কেমন কলিযুগ এসে গেল?

কি হয়েছে, কনস্টেবল গতকা?

আজ একটা লোক আমাকে এই পাঁচশো টাকার জাল নোট ঘুষ দিয়ে গেছে।

কনস্টেবলে! লোকটার হুলিয়া কেমন?

ওর মুখে দাড়ি ছিল আর ওকে বিদেশী মনে হচ্ছিল।

কিছু একটা করতে হবে। ওরা আমাদের দেশের অর্থ-ব্যবস্থাকে খারাপ করার জন্য ষড়যন্ত্র এঁটেছে।

চাচাজী! কোথায় চললে?

এক বিদেশী জালিয়াতকে ধরতে, সাবু!

ট্যাক্সি! এয়ারপোর্ট যাবে?

হ্যাঁ, বসুন!

তাড়াতাড়ি ওখানে পৌঁছে দাও, ভাড়া বেশী দেব।

তোমাদের এই দেশ বড়ই আজব ধরনের! এখানকার মানুষ খুব সরল আর সাদা-সিধে!

থামাও!

DEPARTURE

এই নাও ভাড়া!

পাঁচশো টাকার নোট?... খুচরা ৩৫ টাকা দিন।

বাকি ৪৬৫ টাকা তুমি বকশিশ হিসেবে রেখে নাও।

এটা জাল নোট হবে তাহলে।

মশাই, দাঁড়ান!

আমাকে ভাড়াটাই দিন, বকশিশ চাইনা।

এই দেখ, খুচরা টাকা আমার কাছে নেই।

সমস্তই জাল নোট?

তোমাকে মরতে হবে এখন!

পুলিশ!

কোথায়?

এখানে!

ধড়াক্!

আউ!

চলো এবার থানায়!

লুটেরা

বিল্লা! কি খবর এনেছ?

বিরাপ্পন চীফ! শেঠ ধনপতি শেয়ার বাজারে এক দিনে কোটি-কোটি টাকা কামিয়েছে।

তাহলে তো আমাকে ওর কাছ থেকে আমার শেয়ারটা নিয়ে নিতে হবে।

চালো!

লোকে ভয় না পেলে বিরাপ্পনের
রাজ্য কিভাবে চলবে ?

এসো !

COMPANY

শেঠ ! তোমার কামাই থেকে
আমাদের হিস্যাটা
কোথায় রেখেছ ?

?!!

বিরাপ্পন ! দু মাস আগে
যখন আমার লোকসান
হয়েছিল, তখন তুমি
হিস্যেদার হতে কেন আসনি ?

আমাদের মুখের ওপর কথা বলেছ?
গুলি করে মেরে দেব তোমাকে।
এটা আমরা নিয়ে যাচ্ছি।
ঠাঁয়-ঠাঁয়!
চলো!
ডাকাতরা আমার টাকা লুঠে নিয়ে যাচ্ছে।
চাচাজী! ঐ গাড়ীটার পেছু নাও! ডাকাতরা শেঠের টাকা লুঠে নিয়ে যাচ্ছে।
হোটেল

ওরা উধাও হয়ে যেতে পারে, চাচাজী।

আরও জোরে চালাও। একটা ট্রাক আমাদের পেছু নিয়েছে।

ধড়াক্!

তোদের সর্বনাশ হোক! আমাকে ধাক্কা মেরে চলে গেলি!

গড়ড়ড়!

কি হয়েছে? গাড়ী থেমে গেল কেন?

পেট্রোল শেষ হয়ে গেছে!

আমি ওদের বাধা দিচ্ছি।

এক পা এগোলেই গুলি করে মেরে দেব।

আমরা ছুঁচোর ধমকে ভয় পাই না।

টিকটিকি! এবার মজা দেখ।

আহ!

ঠায়!

তুই চাচাজীর ওপর গুলি চালিয়েছিস?

সাবু যখন রেগে যায়,তখন আগ্নেয়-
গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত হতে থাকে।
হু-হুবা!
খড়াক্!
এই নিন আপনার টাকা!

ম্যাচ ফিক্সিং কিং

কোথায় বেরোচ্ছ?

ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে।

বুকী বদমাশ

বুকী বাশা! লোকে আজকের ক্রিকেট ম্যাচে সুপার টিমের ওপর টাকা বাজি রাখছে।

রাখতে দাও! এতে আমাদের লাভ হবে। আমরা টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে দুবাইয়ে কেটে পড়ব।

বুকী বাশা! সুপার টীমের ব্যাটিং সাইডটা খুব ভাল।

কিন্তু আজকের ম্যাচ জিতবে বিরোধী ডুপার টীম।

কিভাবে?

আমি ম্যাচ ফিক্স করে রেখেছি। দশ কোটি টাকা সুপার টীমের ওপর বাজি লেগেছে। আমি এক কোটি টাকা দিয়ে সুপার টীমের কিছু ব্যাটসম্যানকে কিনে নিয়েছি। এতে ৯ কোটি হাতে আসবে।

245

হো! হো!! ডুপার টীম 245 রান করে নিয়েছে।

এবার সুপার টীমের ওপেনিং ব্যাটসম্যান ব্যাটিং করতে যাচ্ছে।

SHOES

এই গেল আমার প্রথম বল।

খটাক্!

আউট!

এবার পরের ব্যাটসম্যান ব্যাটিং করতে যাচ্ছে।

আউট!

এইভাবে একের পর এক সুপার টীমের আট ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যায়।

সুপার টীম কি বাজে খেলছে!

নিরাশ হবে না ক্রিকেটের কথা কিছুই বলা যায়না।

সুপার টীমের স্কোর মাত্র 45 রান।

RUNS WICKETS
45 8

এবার নবম ব্যাটসম্যান আসবে।

নবম ব্যাটসম্যান
সাবু আসছে।
এই লম্বুর
উইকেটও
আমি নেব।
বল বাউণ্ডারি পার
করেছে। আম্পায়ার
চার রানের সিগন্যাল
দিচ্ছে।
বা:!
ঠ্যাক!
বোলার পরের
বল করেছে —
ঠ্যাক!

ছক্কা!

এইভাবে সাবু চৌকা-ছক্কা মেরে স্কোর 245 পর্যন্ত নিয়ে গেছে।

এবার জেতার জন্য সুপার টীমের আর মাত্র এক রান দরকার।

ঠাক!

চৌকা!

সুপার টীমের ক্যাপ্টেনের হাতে বিজেতার কাপ তুলে দেওয়া হচ্ছে।

আমি এবার বর্বাদ হয়ে গেছি।
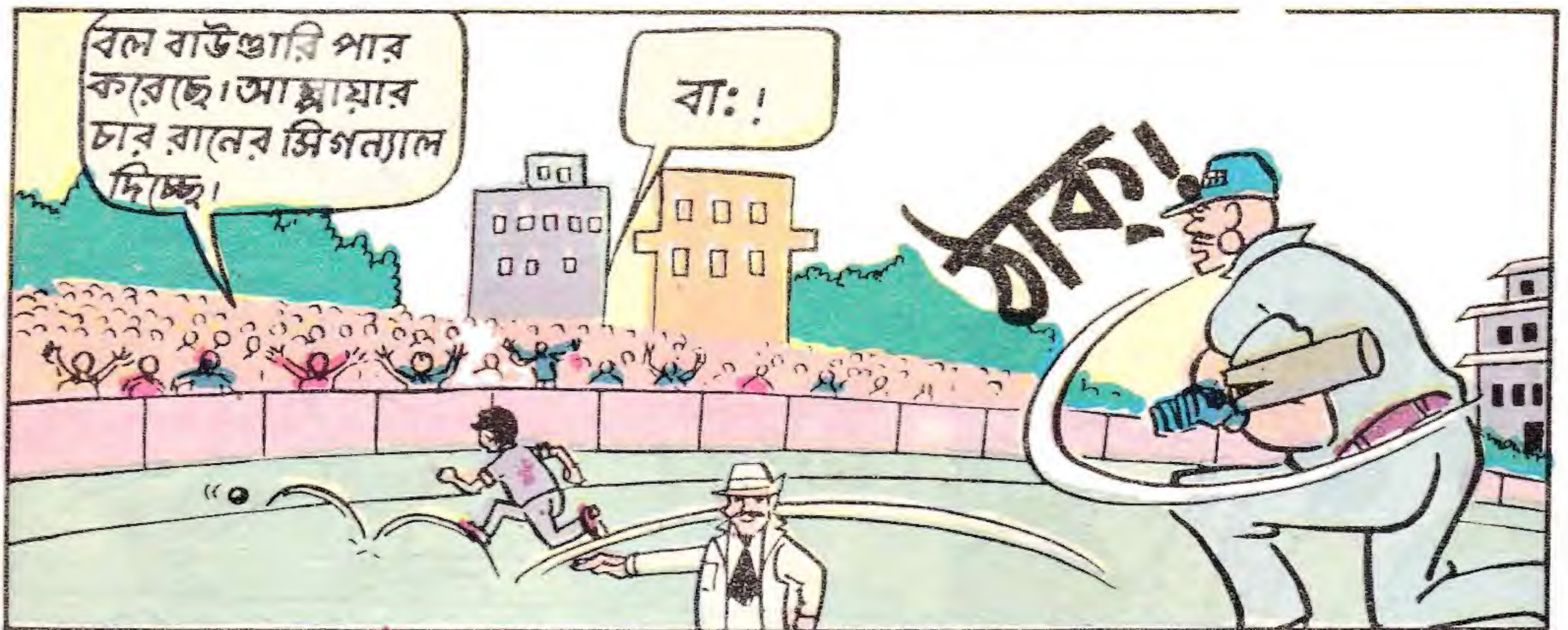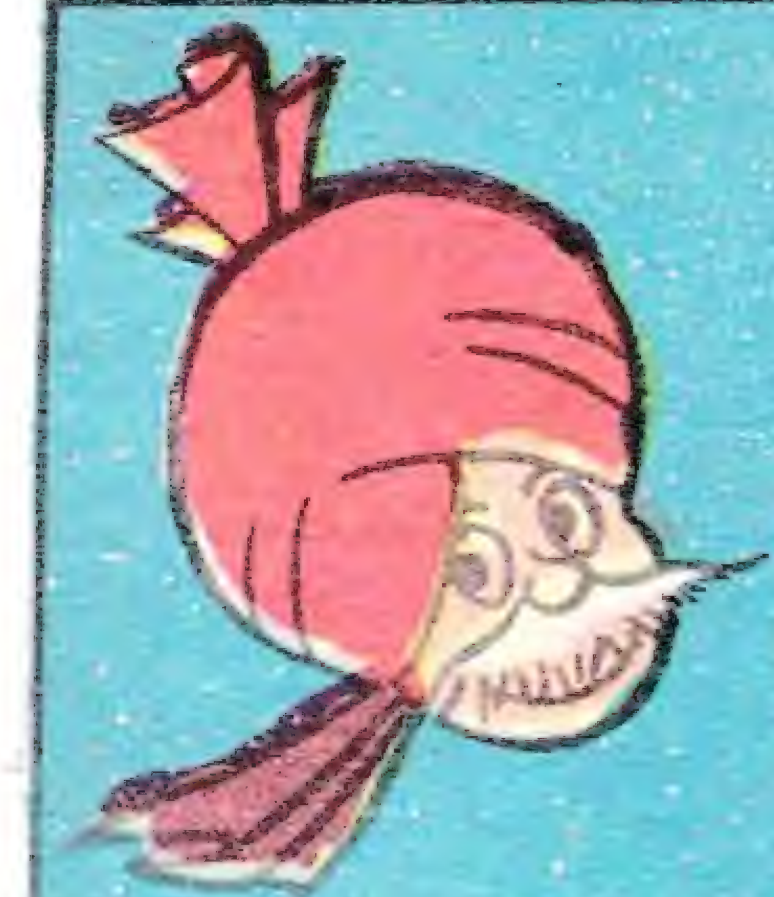
ল্যাণ্ডমাইন

আবদুল্লা! এই গর্ত কেন খোঁড়া হচ্ছে ?

নাসির! এখানে আমরা ল্যাণ্ডমাইন পুঁতে রাখব।

মন্ত্রীর গাড়ী এখান দিয়ে যায়। গাড়ীর সাথে ওর শরীরটা কাচের মতো টুকরো-টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

বা:! আমাদের সরকার এই দেশে আতঙ্ক ছড়ানোর যে দায়িত্ব আমাদেরকে দিয়েছে, এটা তারই একটা প্ল্যান।

এই বোমাটাকে এই গর্তে রাখতে হবে।

আমি বোমাটা পুঁতে দিয়েছি।

এই জায়গাটা একেবারে প্লেন করে দিতে হবে যাতে কেউ বুঝতে না পারে।

এদিকে চলে এসো!

আমরা এই গাছের পেছনে দাঁড়িয়ে ওর দৃশ্যটা দেখব।

মন্ত্রীর বাংলোয় —

চাচা চৌধুরী! সফল মন্ত্রী কে?

যে জনতার সুখ-দুঃখের খেয়াল রাখে।

সাতী!

চাচা চৌধুরী! এখন আমার অফিসে যাবার সময় হয়ে গেছে।

ঘেউ! ঘেউ!

কুকুরটাকে ঠিকমত শিক্ষা দাও।

স্যার! এ এটা বলতে চাইছে যে আপনি সর্বদা সামনের গেট দিয়ে যান। আপনি মাঝে-মাঝে পেছনের গেট দিয়ে গিয়ে গরীবদের কুঁড়ে ঘর স্বচক্ষে দেখুন।

কুকুরটা ঠিকই বলতে চাইছে।

আজ আমি ব্যাক ডোর দিয়ে যাব।

জয় হিন্দ!

মন্ত্রীর গাড়ীটা এখনো বাংলো থেকে বেরোয়নি?

গেটে গিয়ে বাংলোর দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করি।

মন্ত্রী

দারোয়ান! মন্ত্রীমশাই বাইরে আসেননি কেন?

ওনার পরামর্শে আজ মন্ত্রীমশাই পেছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেছেন।

আমরা মন্ত্রীর সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করে আছি আর তুমি ওনাকে পেছনের গেট দিয়ে যেতে বলেছ কেন?

ওনার নিরাপত্তার জন্য। কারণ আমার কুকুর গন্ধ শুকে ঐ রাস্তায় বিপদ বুঝতে পেরেছে।

তুমি আমাদের প্ল্যান ব্যর্থ করে দিয়েছ।

এবার তোমাকে মরতে হবে।

ঠাঁয়!

গুলি চলার শব্দ শুনে সাবু মন্ত্রীর বাংলোর বাইরে ছুটে আসে।

ছুঁচো কোথাকার! তোর এত বড় সাহস ?

বুদুম্!

ওরা নিজেরই পোঁতা ল্যাণ্ড-মাইন বিস্ফোরণে মারা পড়ল। কথায় বলে, যেমন কর্ম্ম তেমন ফল।

রাকার বিজনেস

ওগো, শুনছ? দেওয়ালীতে ফাটানোর জন্য বোমা-পটকা আনবে তো?

ওসবের কি দরকার, গিন্নী? তোমার তর্জন-গর্জনই তো বোমা-পটকার শব্দের মতো।

পুলিশ ইনস্পেক্টর এসে পড়ে।

ইনস্পেক্টর মশাই! হঠাৎ কি মনে করে?

চাচা চৌধুরী! নিজের ট্রাকটাকে চোখে-চোখে রাখবে। শহরে আজকাল গাড়ী খুব চুরি হচ্ছে।

আমি আমার ট্রাক ডগডগের ব্যাপারে কোনও চিন্তা করি না।

কেন? তোমার ট্রাকটা কি একটা কামান যে চোর ভয় পেয়ে যাবে?

কামান চুরি হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমার ট্রাক-ডগডগের কিছু হবে না।

কিছু দূরে—

বানু! তুমি আজকাল কি কাজ করছ?

গাড়ীর বিজনেস!

এই বিজনেসের জন্য তুমি টাকা কোথায় পেলে?

এই বিজনেসের জন্য টাকা নয়, এই মাস্টার-কী-এর দরকার।

এই সমস্ত গাড়ী আমি এই চাবির সাহায্যে চুরি করেছি।

এসব গাড়ী বিক্রী করতে গিয়ে তুমি ধরা পড়বে না?

আমি গাড়ীগুলোকে কাশ্মীর, ত্রিপুরা, অরুণাচল ইত্যাদি দূরের রাজ্যে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করি।
বন্ধু! আমাকেও তোমার সাথে নিয়ে নাও!
ঠিক আছে, এসো আমার সাথে।
আমরা ঐ গাড়ীটা নিয়ে কেটে পড়ব।
আমি গিয়ে ওটাকে স্টার্ট করব?
বোকা কোথাকার! ওটার শব্দে গাড়ীর মালিক এসে পড়বে। এই কারণে কিছু দূরে ওটাকে ঠেলে নিয়ে যেতে হবে।
ভররর!
গাড়ী স্টার্ট হয়ে গেছে।

আমার গাড়ী !

জয়দাস ! তোমাকে এত চিন্তিত লাগছে কেন ?

চাচা চৌধুরী ! আমার গাড়ী চুরি হয়ে গেছে।

চিন্তা কোরনা ! চুরি গাড়ী শীঘ্র অচল হয়ে পড়বে।

পরদিন —

আজ ঐ ট্রাকটা চুরি করে নিয়ে যেতে হবে।

চোরাই গাড়ী এই ট্রাকে করে অন্য শহরে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

গররর!

ওরে বাপ্পুরে!

গররর

পালাই!

ঘেউ-ঘেউ!

পালিয়ে যাবে কোথায়?

হাবিলদার! এদেরকে থানায় নিয়ে যাও। এদের কাছ থেকে শহরের সব চুরি হওয়া গাড়ীর খবর পাওয়া যাবে।

জল

ন্যাশনাল হাইওয়েতে গাড়ী চালানোর মজাই আলাদা।

কোথাও কোন রেডলাইট নেই, কোন ট্রাফিক পুলিশ নেই

চাচাজী! গাড়ী থেমে গেল কেন?

গাড়ীর ইঞ্জিন গরম হয়ে গেছে।

সাবু! তুমি এখানে থাকো। রেডিয়েটরে ঢালার জন্য আমি জল নিয়ে আসছি।

ভাই! এক টিন জল পাওয়া যাবে কি?

এক টিন জল?

এক ফোঁটাও জল পাওয়া যাবে না।

কেন? ধারেকাছে কেমন কুয়ো বা পুকুর নেই কি?

সব শুকিয়ে গেছে।

গত দু বছর ধরে এখানে একটুও বৃষ্টি হয়নি। খরা দেখা দিয়েছে চারদিকে।

কোনও মন্ত্রী তোমাদেরকে সাহায্য করতে আসেনি?

ভোটের ক'দিন এখানে এসেছিল, জেতার পর এদিকে আর আসেনি।

আমি তোমাদের জন্য জল নিয়ে আসব।

কোথা থেকে আনবেন? আকাশে এক টুকরোও মেঘ নেই।

ওপরের আকাশ থেকে নয়, আমরা মাটির নীচে থেকে জল উঠিয়ে আনব।

সাবু!

এতটা লম্বা-চওড়া মানুষ আমি আজ পর্যন্ত কোথাও দেখিনি।

এবার ওর শক্তি দেখে নাও।

হু-হুবা!

ধব!

জল!

তুমি খরাগ্রস্ত এই গ্রামে জল এনে দিয়েছ। আমরা তোমাকে নির্বাচনে দাঁড় করাতে চাই। আমরা সবাই তোমাকে ভোট দিয়ে জেতাব।

সাবু এটা মনে করে যে চেয়ারে বসলে ও কুঁড়ে হয়ে যাবে। ও হল কাজের লোক।

চাচাজী! জল খেয়ে ডগডগ এবার ছুটছে।

কারণ ও হল অর্ধেক মেশিন আর অর্ধেক মানুষ।

Diamond Comics English----- A.H.W.----R.N.I.NO. 39424/81